ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

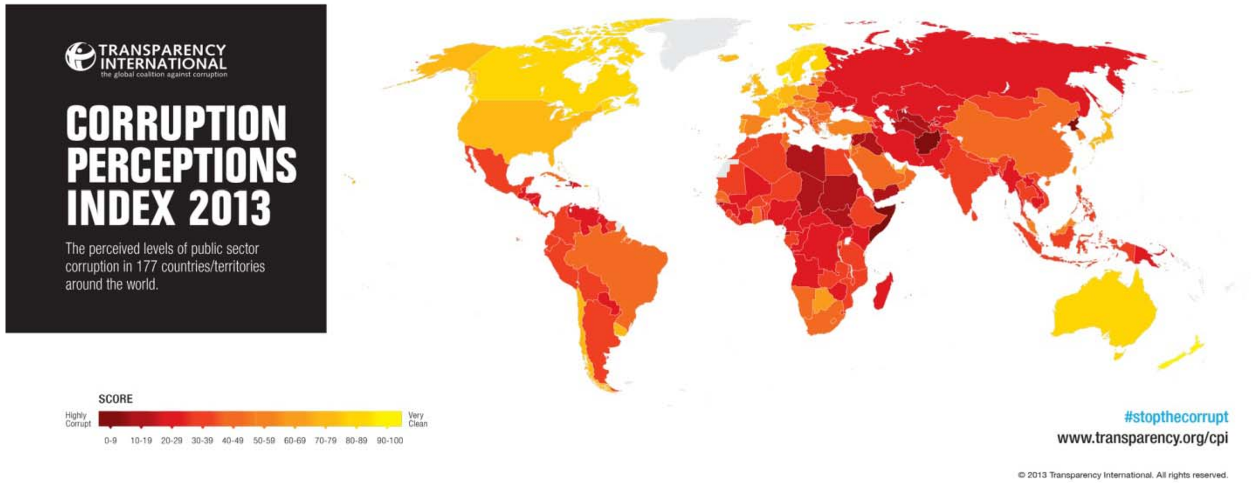

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ২০১৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি গবেষণা কার্যক্রম

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- বৈশ্বিক দুর্নীতি'র ব্যারোমিটার - দুর্নীতির অভিজ্ঞতা এবং দুর্নীতির প্রতি জনগণের মনোভাবের জরিপ
- ঘুষ প্রদানকারী সূচক - আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘুষ প্রদানের প্রবণতা
- বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন - বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় বা খাতে দুর্নীতি বিষয়ে গবেষণা-ভিত্তিক প্রতিবেদন
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনের কার্যকরতার সমীক্ষা
- দুর্নীতিবিরোধী টুল কিট্‌স - বিষয় ও সেক্টরভিত্তিক (জাতীয় ব্যবস্থা, সততা চুক্তি ইত্যাদি)
- দুর্নীতির ধারণা সূচক - জরিপে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির আন্তর্জাতিক অবস্থানের বার্ষিক প্রতিবেদন

সিপিআই কী এবং কেন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির ধারণা সম্পর্কিত জরিপের ওপর জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তুলনামূলক স্কোর এবং অবস্থান নির্ণয়ের একটি সমন্বিত সূচক যা ১৯৯৫ সাল থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে
- দুর্নীতি হলো ক্ষমতার অপব্যবহার, একটি অবৈধ কার্যক্রম যা সাধারণত স্ক্যান্ডাল, তদন্ত বা বিচার প্রক্রিয়ায় উন্মোচিত হয়
- ঘুষের সংখ্যা বা পরিমান কিংবা মামলার সংখ্যা - এ জাতীয় উপাত্ত দিয়ে বিভিন্ন দেশে দুর্নীতির মাত্রার তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ দুরুহ
- বিভিন্ন দেশের মধ্যে দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সিপিআই ব্যাতিত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বর্তমানে নেই

তথ্য-উপাত্তের উৎস সমূহ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিশ্বাসযোগ্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ১৩টি জরিপের তথ্য

সিপিআই ২০১৩-তে বাংলাদেশের জন্য ৭টি জরিপ

- ব্যার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স
- ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত কান্ট্রি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট
- গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট
- পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড
- বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি পারফরমেন্স অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট
- ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে এবং
- ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট - রুল অব ল ইনডেক্স

কোন্ ধরনের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে?

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- সাধারণভাবে দুর্নীতি - ব্যক্তিস্বার্থে অর্পিত সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার
- স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং তহবিলের অননুমোদিত অপসারন বা আত্মসাত
- প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে দুর্নীতি যা মূলত উচ্চমাত্রার দুর্নীতি/গ্র্যান্ড করাপশন
- সরকারি কর্মকান্ড, বিচার বিভাগ, নির্বাহী পর্যায়, আইনের প্রয়োগ এবং কর আদায়ে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ আদায়
- সরকারের দুর্নীতিবিরোধী প্রয়াস ও সাফল্য এবং আইনের উর্ধ্বে থাকার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা

গবেষণা পদ্ধতি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- ২০১৩ সালের সূচকের জন্য একাধিক বছরের আবর্তিত উপাত্ত - ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ের তথ্য
- তুলনামূলক চিত্র প্রদানে সক্ষম শুধুমাত্র এমন তথ্য-উপাত্তই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। টিআইবি'র গবেষণাসহ জাতীয় পর্যায়ে উৎসারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত সিপিআই-তে অন্তর্ভুক্ত হয়নি
- যে সকল উৎস থেকে একাধিক বছরের তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে, সেক্ষেত্রে সর্বশেষ বছরের তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে
- দেশী ও অনাবাসী বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও বিশ্লেষক, বিনিয়োগকারী ও বিনিয়োগ বিশ্লেষকদের ধারণা
- সর্বনিম্ন তিনটি জরিপ হলেই কেবল কোনো দেশ সিপিআই-তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে

গবেষণা পদ্ধতি (চলমান)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- টিআই'র বার্লিনভিত্তিক সচিবালয়ের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত
- পদ্ধতিগত উৎকর্ষতা নিশ্চিতকরণে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ-সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে:
  - কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ;
  - লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স এর মেথডলজি ইনস্টিটিউট;
  - লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স এর সরকার বিভাগ;
  - হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল;
  - ডাও জোনস্; এবং
  - স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর

সিপিআই ২০১৩ - ফলাফল

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- ০-১০০ স্কেলে বাংলাদেশ ২৭ স্কোর পেয়ে ১৭৭টি দেশের মধ্যে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে ১৩৬-তম এবং নিম্নক্রম অনুসারে ১৬-তম অবস্থানে
- গত বছরের ২৬ স্কোরের তুলনায় এ বছরের স্কোর ১ পয়েন্ট বেশি তবে ২০১১ সালেও বাংলাদেশ ২৭ স্কোর পেয়েছিল
- ২০১১ ও ২০১২ সালের ১৩-তম অবস্থানের তুলনায় বর্তমান অবস্থান নিম্নক্রম অনুযায়ী তিন ধাপ অগ্রগামী
- উচ্চক্রম অনুযায়ী ২০১২ সালের ১৪৪তম অবস্থানের তুলনায় বাংলাদেশের ৮ ধাপ অগ্রগতি
- তবে, ৭টি দক্ষিণ এশীয় দেশের তুলনামূলক অবস্থান ও স্কোরের বিচারে আফগানিস্তান ছাড়া বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। ৬৩ স্কোর ও ৩১তম অবস্থান নিয়ে ভুটান এবং ৮ স্কোর পেয়ে আফগানিস্তান দক্ষিণ এশীয় ও বৈশ্বিকভাবে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে
- একমাত্র ভুটান ব্যতীত অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহ বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪৩ এর চেয়ে অনেক কম স্কোর পেয়েছে

দক্ষিণ এশিয়া: উচ্চক্রম অনুযায়ী সিপিআই ২০১৩: ২০১১-১২ এর সাথে তুলনামূলক চিত্র

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দক্ষিণ এশীয় দেশ*	২০১৩ (১৭৭টি দেশ)		২০১২ (১৭৬টি দেশ)		২০১১ (১৮৩টি দেশ)	
	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)
ভুটান	৬৩	৩১	৬৩	৩৩	৫৭	৩৮
শ্রীলঙ্কা	৩৭	৯১	৪০	৭৯	৩৩	৮৬
ভারত	৩৬	৯৪	৩৬	৯৪	৩১	৯৫
নেপাল	৩১	১১৬	২৭	১৩৯	২২	১৫৪
পাকিস্তান	২৮	১২৭	২৭	১৩৯	২৫	১৩৪
বাংলাদেশ	২৭	১৩৬	২৬	১৪৪	২৭	১২০
আফগানিস্তান	৮	১৭৫	৮	১৭৪	১৫	১৮০

* সর্বনিম্ন ৩টি উপাত্ত সূত্রের অনুপস্থিতির কারণে মালদ্বীপ সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি

সিপিআই বৈশ্বিক ফলাফল: সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ন অবস্থান

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সর্বোত্তম			সর্বনিম্ন		
দেশ	স্কোর	অবস্থান	দেশ	স্কোর	অবস্থান
ডেনমার্ক	৯১	১	সোমালিয়া	৮	১৭৫
নিউজিল্যান্ড	৯১	১	উত্তর কোরিয়া	৮	১৭৫
ফিনল্যান্ড	৮৯	২	আফগানিস্তান	৮	১৭৫
সুইডেন	৮৯	২	সুদান	১১	১৭৪
নরওয়ে	৮৬	৩	দক্ষিণ সুদান	১৪	১৭৩
সিঙ্গাপুর	৮৬	৩	লিবিয়া	১৫	১৭২
সুইজারল্যান্ড	৮৫	৪	ইরাক	১৬	১৭১
নেদারল্যান্ড	৮৩	৫	উজবেকিস্তান	১৭	১৬৮
অস্ট্রেলিয়া	৮১	৬	তুর্কমেনিস্তান	১৭	১৬৮
কানাডা	৮১	৬	সিরিয়া	১৭	১৬৮

সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ন অবস্থানভুক্ত অন্যান্য দেশ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

উচ্চ সাফল্য:

এশিয়া

- হংকং (৭৫/১৫), জাপান (৭৪/১৮), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৬৯/২৬), কাতার (৬৮/২৮)

অন্যান্য

- লুক্সেমবার্গ (৮০/১১), জার্মানী (৭৮/১২), যুক্তরাজ্য (৭৬/১৪), বেলজিয়াম (৭৫/১৫), যুক্তরাষ্ট্র (৭৩/১৯), ফ্রান্স (৭১/২২)

বাংলাদেশের চেয়ে নিম্নতর অবস্থানকারী দেশসমূহ:

ইয়েমেন, হাইতি, গিনি বিসাও, ইকুয়েটোরিয়াল গায়ানা, চাদ, ভেনিজুয়েলা, ইরিত্রিয়া, কম্বোডিয়া, জিম্বাবুয়ে, মায়ানমার, বুরুন্ডি, তাজিকিস্তান, ইউক্রেন, নাইজেরিয়া, ইরান, ক্যামেরুন, উগান্ডা, লাওস, কাজাখস্তান

নিম্নতর পর্যায়ের আরো উল্লেখযোগ্য দেশ ও তাদের স্কোর:

রাশিয়া (২৮), ইন্দোনেশিয়া (৩২), মিশর (৩২), মেক্সিকো (৩৪), থাইল্যান্ড (৩৫), গ্রীস (৪০), চীন (৪০), দক্ষিণ আফ্রিকা (৪২), ব্রাজিল (৪২) এবং কুয়েত (৪৩)

উল্লেখযোগ্য বিষয়: বৈশ্বিক পর্যায়ে

- দুর্নীতি একটি গুরুতর বৈশ্বিক সমস্যা
  - ১৭৭টি দেশের মধ্যে ১২৩টি দেশ (দুই তৃতীয়াংশের বেশী) ৫০ এর নীচে স্কোর পেয়েছে
  - বৈশ্বিক গড় ৪৩ এর সমান বা তার চেয়ে কম পেয়েছে এমন দেশের সংখ্যা ১০৮টি
  - কোন দেশই শতভাগ স্কোর পায় নি, ওইসিডি ভুক্ত অনেক দেশই ৮০ এর চাইতে কম স্কোর পেয়েছে। যেমন: বেলজিয়াম, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, স্পেন এবং ইতালি
- বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুশাসন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা অন্যতম উপাদান

উল্লেখযোগ্য বিষয়: বাংলাদেশ সংক্রান্ত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- ১০০ এর মধ্যে বাংলাদেশ এ বছর ২৭ স্কোর পেয়েছে যা ২০১২ এর তুলনায় এক পয়েন্ট বেশী এবং ২০১১ সালের সমান
- অবস্থান ক) নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৬-তম, ২০১১ ও ২০১২ এর তুলনায় যা তিন ধাপ অগ্রগতি খ) উচ্চক্রম অনুসারে ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৩৬তম যা ২০১২ সালের ১৭৬টি দেশের মধ্যে ১৪৪তম অবস্থানের তুলনায় ৮ ধাপ অগ্রগতি
- ২০০১ - ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ একাদিক্রমে ৫ বছর তালিকার সর্বনিম্নে ছিল। ২০০৬ সালে এই অবস্থান হয় নিম্নক্রম অনুযায়ী তৃতীয়, ২০০৭ সালে ৭ম, ২০০৮ সালে ১০ম, ২০০৯ সালে ১৩তম, ২০১০ সালে ১২তম এবং ২০১১ ও ২০১২ সালে ১৩তম
- স্কোরের বিবেচনায় বাংলাদেশ এবছর মাত্র ১ পয়েন্ট বেশী পেয়েছে যা তাৎপর্যহীন
- দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ২য় সর্বনিম্ন, শুধুমাত্র আফগানিস্তান বাংলাদেশের তুলনায় পিছিয়ে। আফগানিস্তান বৈশ্বিক তালিকায় সর্বনিম্নে অবস্থান করছে

Bangladesh: CPI Scores 2001-2013

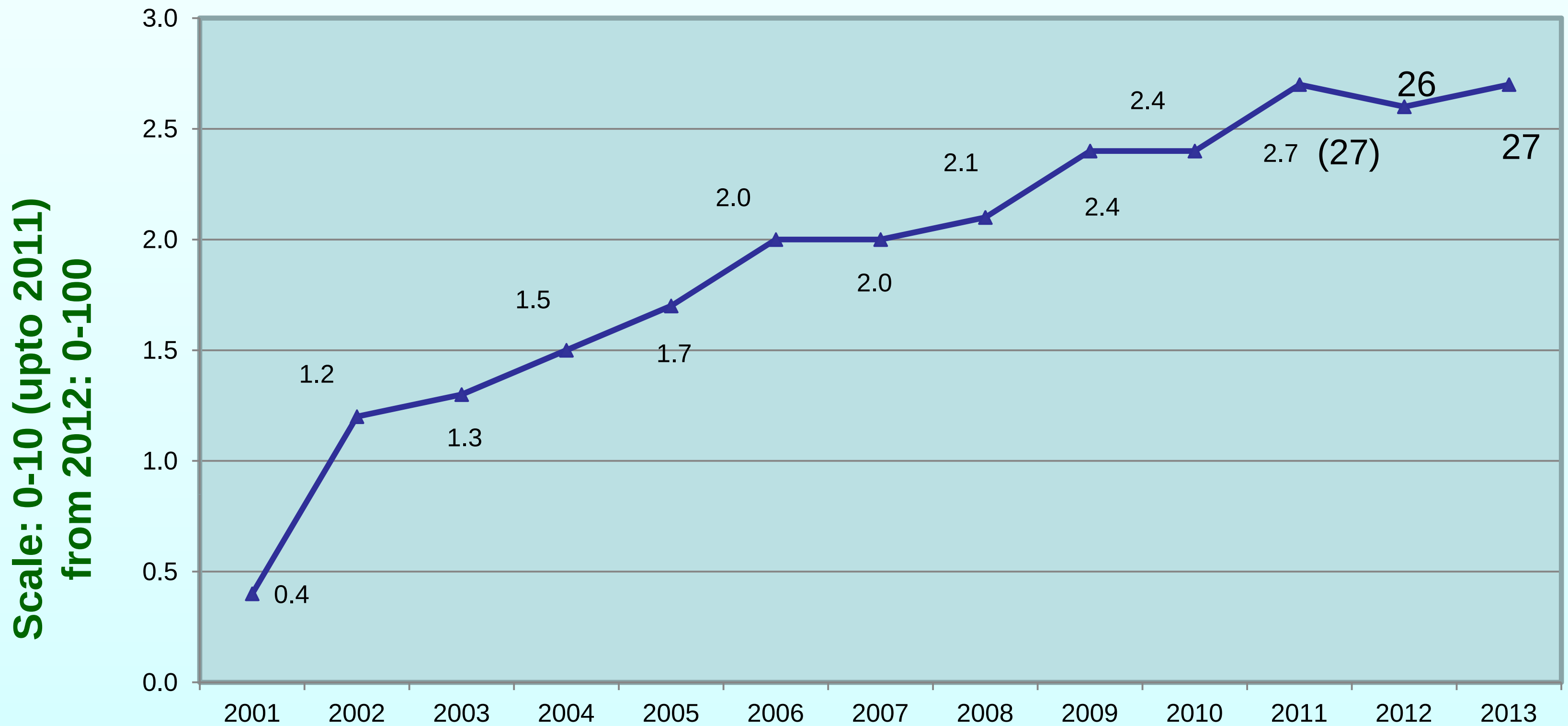

Rank from below: 2001-5 (lowest); 2006(3), 2007(7), 2008(10), 2009(13), 2010(12), 2011(13), 2012(13), 2013(16)

ভাল ফল না করার সম্ভাব্য কারণসমূহ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাটতি
- দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা ক্ষুন্ন করার প্রয়াস, যদিও দুদক আইনের সর্বশেষ সংশোধনী ২০১৩ সালের সিপিআই - তে প্রতিফলিত হয়নি
- পদ্মা সেতু, রেলওয়ে কেলেঙ্কারি, শেয়ার মার্কেট, হলমার্ক, ডেসটিনি এবং রানা প্লাজার মত বড় বড় দুর্নীতির মিছিল
- ক্ষমতাশালী মহল কর্তৃক লাগামহীনভাবে ভুমি, নদী ও জলাশয় দখল, ঋণ খেলাপি এবং টেন্ডার বাণিজ্য
- উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাধরদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশ না করা

ভাল ফল না করার সম্ভাব্য কারণসমূহ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- দুদক আইনের সর্বশেষ সংশোধনী সূচকে বিবেচিত না হলেও ২০১০ সাল থেকেই কমিশনের ওপর চাপ প্রয়োগের খেলা।
- উচ্চ মাত্রার দুর্নীতির মামলার ক্ষেত্রে দুদকের প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থান ও একপ্রকার সরকারি বি-টিমের ভূমিকা
- রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাপক সংখ্যক ফৌজদারি ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার
- দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা
  - বর্জনের ফলে এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে দুর্বল সংসদ
  - প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার রাজনীতিকরণের অব্যাহত ধারা
  - কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

এর পরে কী?

- নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের "প্রত্যয়" পুর্নব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা
- পুনরায় প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি এবং বাগাড়ম্বর
- নির্ভয়ে এবং পক্ষপাতহীনভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতাই মূল চাবিকাঠি
- দুর্নীতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান এবং আইনের উর্ধ্বে থাকার প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ করা
- প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি কাঠামো শক্তিশালীকরণ
  - সংসদ, বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি
  - দুদককে শক্তিশালীকরণ, আইনের কালো ধারার সংশোধন
  - বিচার বিভাগের সততা , নিরপেক্ষতা ও পেশাদারি উৎকর্ষতা এবং আইনের শাসন
  - আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোসহ সরকারি সকল খাতে সততা এবং দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

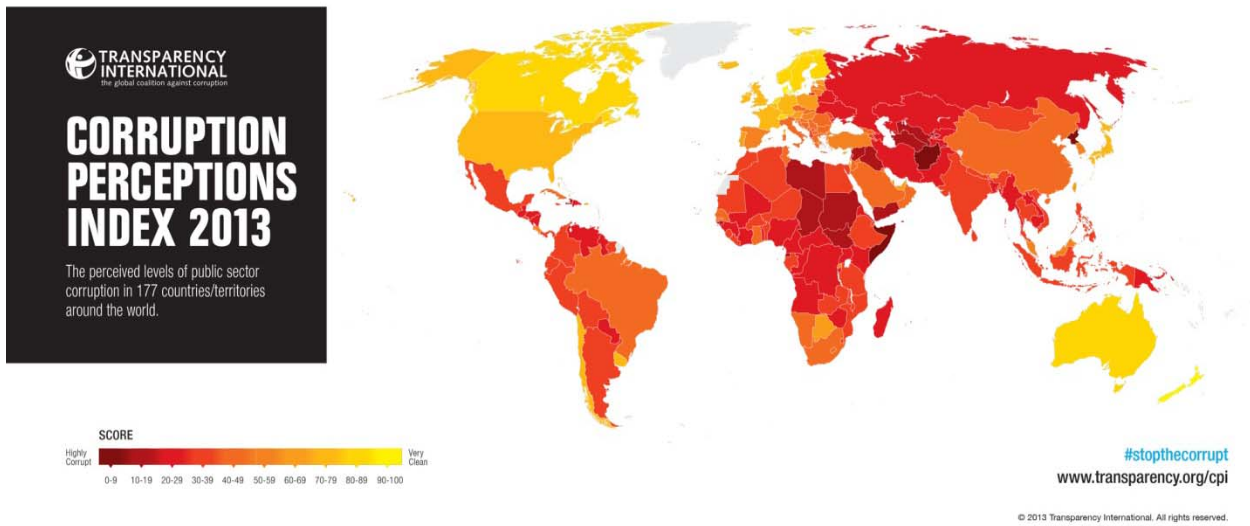

ধন্যবাদ

www.transparency.org/cpi, www.ti-bangladesh.org